পিছলামি গণতন্ত্র।

"যাহারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করিব এমন জায়গা হইতে যা তাহারা ধারণাও করিতে পারিবে না" - আল্ আরাফ ১৮২।

ইসলামি গণতন্ত্রের দর্শনকে সাধারণভাবে রাজনৈতিক ইসলাম বলা হয়, এতে বিশ্বাসীরা বিশ্বময় সমস্ত অমুসলিম সরকারকে উচ্ছেদ করে ইসলামি গণতন্ত্রের মাধ্যমে শারিয়া-ভিত্তিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাকে ইসলাম মনে করেন। গণতন্ত্র নামের রাষ্ট্র চালানোর পদ্ধতিটা সর্বরোগের ধন্বন্তরী কিংবা কল্পধেনুর অমৃত-দুগ্ধ না হলেও ওটা দিয়ে রাষ্ট্র-সমাজ চালানোটা মোটামুটি চলে যায়। মানুষের তৈরী বলে মানুষের হাতে উন্নতির সম্ভাবনাটা-ও থাকে। উপযোগীতার কারণে গণতন্ত্র শব্দটার সারা পৃথিবীব্যাপী একটা প্রতিষ্ঠিত গ্রহণযোগ্যতা এবং শক্তিশালী জনপ্রিয়তা আছে। কিছু দুর্বলতাও আছে গণতন্ত্রের, সেগুলোর ওপর গবেষণা চলছে, চেষ্টা চলছে। আশা করা যায় একদিন মানুষ এতে অতিরিক্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর সীমা লাগাবে আর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ মেনে চলতে বাধ্য করবে।

মুসলিম-প্রধান দেশে ইসলামী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেই পশ্চিমে খ্রীষ্টান, ভারতে হিন্দুত্ব আর ইসরাইলে ঈহুদীদের ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রকে আমরা উৎসাহিত করব, ওগুলোকে প্রতিরোধ করার নৈতিক অধিকার আমরা হারাব। তাতে পশ্চিমে খ্রীষ্টান জামাতির, ভারতে হিন্দু-জামাতির, ইসরাইলে ঈহুদী-জামাতির আর মুসলিম দেশগুলোতে মুসলিম-জামাতির হুংকারে হুংকারে পৃথিবীর মানুষ পাগল হয়ে যাবে, আল্লা-খোদা-ভগবানের নামে যুদ্ধে-বিরোধে পৃথিবীর মানুষ অবর্ণনীয় ভোগান্তিতে পড়বে। সেজন্যই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র দরকার। নিরপেক্ষ কথাটার অর্থ হীনতা নয়, ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা যে বলে সে হয় বিশ্ব-গর্দভ নয় বিশ্ব-বেহায়া।

গণতন্ত্রের ছবির সাথে ইসলামী পদ্ধতিটার মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। গো-আজম নিজেই বলেছেন "প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে"। তাঁর গুরু মৌদুদীও বলেছেন সে কথা আরো এক ডিগ্রী বাড়িয়ে, "ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অ্যান্টিথেসিস", অর্থাৎ বিরোধী। জামাত আসলে যেটা বড় গলায় প্রচার করে, সেটা হল শুধু নির্বাচন। ওটা গণতন্ত্রের এক অংশ। বাকী অংশ অর্থাৎ নারী-অধিকার, অমুসলিম-অধিকার আর আইন প্রণয়নের কথা উঠলেই ওটা হয়ে যায় পিছলামি গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে নির্বাচিত সদস্যরা দেশের মঙ্গলের জন্য আইন প্রণয়ন করেন, বদল করেন। ইসলামী পদ্ধিততে দেশে আইন দেয়াই আছে, ইসলামী শারিয়া। ইসলামী সরকারের কাজ হল শুধু শারিয়া প্রয়োগ করা। শারিয়া কথায় কথায় ন্যায়বিচার, মানবতা আর কোরাণ লংঘন করে, সেটা আগে দেখানো হয়েছে প্রচুর উদ্ধৃতি সহ। অনেক প্রমাণেই শারিয়া শুধু অনৈসলামিক নয় ইসলামের শত্রুও বটে আর তাই শারিয়া মুসলমানের জন্যই আত্মঘাতী। এর হুদুদ অংশে হাত দেয়ার ক্ষমতা কারোরই নেই, সেটা বলে দেয়াই আছে। মুখে যতই বলা হোক, শারিয়ার অন্য অংশেও হাত দেয়াটা খুবই জটিল। দলীয় গণতন্ত্রে সদস্যরা পদপ্রার্থী হন, ভোটাররা ভোট দেয়। জামাতের ক্ষেত্রে কেউ পদপ্রার্থী হন না, ভোটাররা পছন্দ অনুযায়ী ভোট দেন। দলীয় গণতন্ত্রে সদস্যরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। জামাতের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল দলীয় নেতা যতদিন দলের ভেতরে জনপ্রিয় থাকবেন ততদিন নেতা থাকবেন। এটা করতে হয়েছিল কারণ মৌদুদী নিজেই একচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্য্যন্ত একটানা তিরিশ বছর ধরে দলের প্রধান

ছিলেন। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পার্টিতে এমন তোগলকি কান্ড হয় শুনলে পৃথিবীর তাবৎ সমাজ-বিজ্ঞানীরা একসাথে আত্মহত্যা করবেন। পরে জামাত সেটা দু'বছর করেছে কারণ ততদিনে মৌদুদি মারা গেছেন। এবারে উদাহরণ দিচ্ছি একেবারে ঘোড়ার মুখ থেকেই, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে হর্সেস মাউথ। আর কেউ নন, একেবারে মওলানা মৌদুদি।

ISLAMIC LAW AND CONSTITUTION বই থেকেঃ-

(ক) ইসলাম রাজনৈতিক দর্শনের দৃষ্টিতে (ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্র, theocracy হিসাবে) ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিরোধী।
(খ) জিম্মিরা (অমুসলিম নাগরিকরা) দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতে পারিবে না।
(গ) যাহারা ইসলামের দর্শনকে গ্রহন না করে তাহারা ইসলামী রাষ্ট্র-প্রধান হইতে পারিবে না।
(ঘ) "ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অ্যান্টিথেসিস, অর্থাৎ বিরোধী , , , , ,, , , ইসলামে পশ্চিমা গণতন্ত্রের লেশমাত্র নাই"।

A SHORT HISTORY OF THE REVIVALIST MOVEMENT IN ISLAM - বই থেকেঃ-

ইসলামি সরকারে মানূষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের বিশেষ কোন জায়গা নাই।

অর্থাৎ চমৎকার গণ-বিহীন গণতন্ত্র প্রস্তাব করছে জামাত। ঘোড়া-বিহীন ঘোড়াগাড়ী কিংবা লোক বিহীন লোকালয়। বহুকাল পরে বেকায়দা দেখে মৌদুদি থুক্কু করে কথাটা ফিরিয়ে নিয়েছেন, বলেছেন আসলে তেমন কোন বিরোধ নেই। কিন্তু আগের বলা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার রূপ না বদলিয়ে কথা বদলানো হল রাজনৈতিক ঠকবাজী। এ যেন জিন্না সাহেবের রাজনৈতিক নামাজ পড়া। মুসলমানদের নেতা হবার পরে বন্ধুদের পরামর্শে তিনি টুপি-আচকান পড়ে ঈদের নামাজটা পড়তে যেতেন লোক দেখানোর জন্য (ফ্রীডম অ্যাট মিডনাইট)।

এবারে জামাতের শব্দচুরির কথায় আসি। আশী সালের দিকে পাকিস্তান সরকারকে হাত করে জামাত শাসনতন্ত্রে আহমদীদের অমুসলমান ঘোষনা করিয়েছিল। তার পরেও দাবী করা হল,- সালাত, সায়েম, মসজিদ এই আরবী শব্দগুলো তো বটেই, এমনকি নামাজ, রোজা, খোদা ইত্যাদি ফার্সী শব্দ পর্য্যন্ত আহমদীরা ব্যবহার করতে পারবে না। পথে ঘাটে একে অপরকে সালামও দিতে পারবে না, তাদের উপাসনার জায়গাকে মসজিদ-ও বলতে পারবে না। কারণ আরবীগুলো তো বটেই, ফারসী শব্দগূলোও নাকি জামাতের সম্পত্তি। কারণঃ- 298 B of the Ordinance XX of 1984,(See 33: 32, 33: 54 and 9: 100), Any person using them for others, in the same manner, may be conveying impression to others that they are concerned with Islam when the fact may be otherwise. -(এ সুত্রটা এ মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছিনা, তবে বাসাতেই আছে কোথাও)।

অর্থাৎ "শব্দগুলি ব্যবহার করিলে মানুষের মনে হইবে আহমদীরা বুঝি বিশ্ব-মুসলিমেরই অংশ", তাই তাঁরা ওগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না। আইনটা সংসদে পাশও হয়ে গেছে, আহমদীরা এখন ওই শব্দগুলো ব্যবহার করলে শাস্তি হবে। কিন্তু সেই জামাতই উল্টো ডিগবাজী মেরে "গণতন্ত্র" শব্দটার সার্বজনীন কপিরাইট হজম করে শব্দটাকে এমন কব্জা করে ফেলেছে, যাতে সবার চোখে যেন মনে হয় ইসলামী গণতন্ত্র যেন আসল গণতন্ত্রের মতই কিছু একটা। এ ঠকবাজীটা করতে জামাত বাধ্য কারণ

ইসলামী গণতন্ত্রের নিজস্ব শক্তি মোটেই নেই, তাকে পরগাছার মত অন্য গাছের রস চুরি করে বাঁচতে হয়। গণতন্ত্র শব্দটার যে প্রবল জনপ্রিয়তা, সেই শক্তি চুরি না করে এ অশ্ব-ডিম্বকে মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য করার আর কোনই উপায় নেই। ঠকবাজী শব্দটা ব্যবহার করছি বলে দোষ দেবেন না, ওটা আমি শিখেছি জামাতের কাছ থেকেই। তাঁরা নিজেরাই এ কথা বলেছেন আহমদীদের ব্যাপারেঃ- It may mean in that event that their religion cannot progress on its own strength, worth and merit but has to rely on deception.

অর্থাৎ "নিজের শক্তির ভিত্তিতে তাহাদের ধর্ম উন্নতি করিতে পারিবে না বলিয়া ঠকবাজীর উপর নির্ভর করিতে হইবে....."

মৌদুদি ঠিকই বলেছেন। ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে কোনদিনই গণতন্ত্র ছিল না। শিয়ারা দাবী করে যে, - হজরত আলীকে পরবর্তী নেতা হিসেবে নবী (দঃ) তাঁর গাদীরে খুম্ মাঠের বক্তৃতায় সুস্পষ্ট ঘোষনা করে গিয়েছিলেন। সে বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ বোখারি-তাবারিতে স্পষ্ট ধরা আছে। সেখানে তিনি সবাইকে একত্রিত করে আলীর হাত ধরে সোজা এত ওপরে তুলেছিলেন যে তাঁর বগলের পশম দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, "আমি যার মওলা, আলী তার মওলা"। এখানে "মওলা" শব্দটা ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য স্পষ্ট হলেও হতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য মোটেই সুস্পষ্ট নয়। সে জন্যই আমরা সুন্নীরা এটাকে রাজনৈতিক বলে মানি না। তবে পরবর্তী নেতার নাম না বলে নবীজী গন-মনোনয়নের ইংগিতই দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তখন পর্য্যন্ত সমাজে দল-প্রধান বা রাজ-রাজড়ার পদ্ধতির বাইরে মানুষ কিছু চিন্তাই করতে পারত না। সেখানে গণ-মনোনয়নের মত একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল বুঝি বেহেশ্তি নেতার পক্ষেই সম্ভব। তের-চোদ্দশ' বছর কম সময় নয়, নবীজীর দেখানো পথে গেলে মুসলমানরাই নিশ্চয়ই অনেক আগেই চমৎকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলতেন, পশ্চিমের মুখ চেয়ে এতগুলো শতাব্দী অপেক্ষা করতে হত না।

তারপর? দেখাচ্ছি তারিখ আল তাবারির দশম খন্ডের প্রথম পৃষ্ঠা আর এগারো খন্ডের শেষ পৃষ্ঠা থেকে। বোখারিতেও এর কিছুটা ধরা আছে। নবী (দঃ) এর মৃত্যুর পরে পরেই যখন আবুবকর-আলী-তালহা-জোবায়ের নবীর মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করছিলেন, তখন ওমরের কাছে খবর এল যে আনসাররা বনু সাদ' গোত্রের চত্বরে একজোট হয়ে নেতা বানাবার কথাবার্তা বলছে। ওমর উদ্বিগ্ন হয়ে নবীর ছুটে বাসায় এসে বাইরে থেকে আবুবকরকে খবর পাঠালেন অনতিবিলম্বে বাইরে আসতে। আবুবকর বলে পাঠালেন তিনি ব্যস্ত আছেন। ওমর আবার খবর পাঠালেন প্রচন্ড তাগাদা দিয়ে। তখন আবুবকর বাইরে এলে ওমর তাঁকে নিয়ে ছুটলেন বনু সা'দ-এর চত্বরে। তারপর ঃ-

(১) আশারা মোবাশ-শারা সহ বেশীর ভাগ সাহাবীর অনুপস্থিতিতে এবং জনগণকে আগে থেকে কিছুই না জানিয়ে তাদের অনুপস্থিতিতে মাত্র কিছু লোকের উপস্থিতিতে তুমুল গালাগালি, ঝগড়া ও বিতর্কের মধ্যে ওমর গোঁয়ার্তুমি করে একেবারে হঠাৎ আবুবকরকে খলিফা ঘোষনা করে দিলেন। এই "হঠাৎ হওয়াটা"-ও হজরত ওমরের স্বীকারোক্তিতে ধরা আছে সহি বোখারীর পাতায় ওই "হ্যাঁ, আবুবকরের নির্বাচন হঠাৎ হইয়াছিল" শব্দেই।

(২) মারা যাবার সময় আবুবকর ওমরকে খলীফা বানিয়ে গেলেন, নবীজীর প্রদর্শিত পদ্ধতির ব্যতিক্রম হল।

(৩) ওমর আশারা মোবাশ-শারা থেকে ছয় জনের কমিটি করে সেই ছয়জনের ভেতর থেকে খলিফা ঠিক

করার নির্দেশ দিয়ে গেলে তার ভেতর থেকে ওসমান হলেন খলিফা। আবারও আগের পদ্ধতির ব্যতিক্রম হল।

(৪) ওমর হঠাৎ খুন হলে শুধু মদীনার জনগণের চাপে আলী হলেন খলিফা। এখানে আমরা গণ-মনোনয়নের ছাপ পাই। কিন্তু বিস্তীর্ন সাম্রাজ্যের অন্য অধিবাসীদের কোন খবরই ছিল না। আবারও আগের পদ্ধতির ব্যতিক্রম হল।

(৫) আলী খুন হলে মাবিয়া স্রেফ গায়ের জোরে খলিফা হয়ে বসলেন, তার কোন প্রতিপক্ষ ছিল না।

(৬) মাবিয়া মৃত্যুর আগে এজিদকে খলীফা বানিয়ে গেলেন। অন্যদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেও মাবিয়া ব্যর্থ হন।

(৭) এজিদের পর তার ছোট ভাইয়ের খলীফা হবার অসমর্থিত এক দুর্বল ইতিহাস আছে, রেফেরেন্সটা মনে নেই আমার। সে নাকি চারদিকে এত খুন-খারাপী দেখে খুব মন খারাপ করে মরেই গিয়েছিল বা লোটা-কম্বল নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিল।

(৮) তার পর খলীফা হয়ে বসলেন ওসমান-খুনের নেপথ্য-নায়ক প্রমাণিত অপরাধী মারোয়ান বিন হাক্কাম। সেই শুরু হল খুনী-ধর্ষক-ক্রিমিন্যালের হাতে রাজনৈতিক ইসলামের নেতৃত্ব, আজও যা সমানে চলেছে। নিজেদেরকে বৈধ করার জন্য ওই অনৈসলামিক রাজাদের হাতেই রাজনৈতিক ইসলামের জন্ম, না হলে ইসলামে কোথাও রাষ্ট্র-ফাষ্ট্রের কথা নেই বরং উল্টোটা আছে।

(৯) তখন থেকে শুরু করে উনিশ'শো চব্বিশ সালে তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক যখন শেষ মুসলিম খলিফা আবদুল হামিদকে নির্বাসন দেন, সেই পর্য্যন্ত দেড় হাজার বছর ধরে ইসলামের নেতৃত্ব চলেছে স্রেফ রাজা থেকে রাজপুত্রের হাতে, যা কিনা নবীজীর দেখানো পথের নিদারুন বরখেলাফ।

কোন নির্বাচনই হঠাৎ হয়না। হঠাৎ হলে সেটা নির্বাচন নয়, অন্য কিছু। তুরস্কে অটোমান ইসলামী খলিফাদের নাকের ডগায় গণতন্ত্রের সাংগঠনিক রূপ ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল ইউরোপে। কিন্তু ইসলামের সেই ধারক-বাহক রাজারাই যখন নিজেদের সিংহাসন শিকেয় তুলে দিয়ে ইসলামী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন নি, এখন জামাত কেন করছে? কামাল পাশার হামলা থেকে বাঁচানোর জন্য গণতন্ত্রের শত্রু সেই রাজতন্ত্রকে সমর্থন দিয়ে ভারতের মুসলমানকে উন্মত্ত খেলাফত আন্দোলনে নামিয়ে দিয়েছিল ভারতের রাজনৈতিক ইসলাম। নিজের দেশের পরাধীনতায় মাথাব্যথাটা ছিল শুধু বাক্য-নবাবীতে, কিন্তু ভিনদেশের রাজার উচ্ছেদে সারা ভারত জুড়ে শুরু হয়ে গেল মাইগ্রেনের চীৎকার। মুখে গণতন্ত্র বলব আর রাজতন্ত্রকে করব সমর্থন? এভাবেই ইসলামী গণতন্ত্রের ষড়যন্ত্রটা ধরা পড়ে পদে পদে। তা ছাড়া, মোটামুটি শতকরা একশ'ভাগ মুসলমান যেখানে আছে, সেই মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী গণতন্ত্রটা প্রতিষ্ঠা করে তার ফলাফল দুনিয়াকে দেখালেই তো হয়। কিন্তু আমাদের জামাতিদের যত প্রকাশ্য প্রচেষ্টা শুধু দুর্নীতিবাজ ধর্ম-নিরপেক্ষ সরকারের দুর্বল দেশগুলোতে আর গোপন প্রচেষ্টা হল ইউরোপ-আমেরিকা-ক্যানাডা আর অষ্ট্রেলিয়াতে। এ দেশগুলোতে তাঁরা এসব সরকারকে উচ্ছেদ করে ইসলামী-গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী-বিশ্ব প্রতিষ্ঠার মারাত্মক স্বপ্নকে হৃদয়ে ধারণ করেন, বাচ্চাগুলোর মাথায় ভয়ংকর স্বপ্নের বীজ বোনেন। বিশ্ব-মানবের সম্পদ এই বাচ্চারা মাথার মধ্যে অমুসলিমদের প্রতি কামান-বন্দুক নিয়ে বড় হচ্ছে, তার কিঞ্চিৎ অপচ্ছায়া আমাদের ইন্টারনেট ফোরামেও আছে। এখনও এদের সংখ্যা কম, কিন্তু দশ-পনেরো বছর পর এ পঙ্গপাল সামলানো দায় হয়ে পড়বে।

"প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে"- (গো-আজম) - ইসলামে পশ্চিমা গণতন্ত্রের লেশমাত্র নাই" (মৌদুদি)। বাপু হে, মৌলিক পার্থক্যের কারণে ইসলামে লেশমাত্র গণতন্ত্র যখন নেই-ই তখন আপনার পদ্ধতিটার অন্য কোন নাম রাখলে না কেন? বাজারে প্রতিষ্ঠিত যে কোন নামকে চুরি করলে সোজা জেলে গিয়ে চাক্কি পিষতে হয় আর লুঙ্গী তুলে মুখের ঘাম মুছতে হয়। আহমদীদের রুহানী খাজানা আর বাহরাইনে আহমাদিতে সুপ্রচুর ঘাপলা আছে, কিন্তু ওদেরকে রোজা-নামাজ-মসজিদ শব্দ থেকে বঞ্চিত করে নিজে "গণতন্ত্র" শব্দটা ব্যবহার করছেন কেন? শব্দটা কি আপনার আবিষ্কার? এ যে ভন্ডামি হল হুজুর! এ আসলে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতারক প্রেমিক ছাড়া আর কিছুই নয়। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কব্জার মধ্যে আনতে পারলেই তার তেশ মেরে ছেড়ে দেবে আর শেষে বাবুবাজারে নিয়ে বিক্রী করে দেবে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, শারিয়ার ভিত্তিতে ইসলামী বিশ্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। বিন লাদেনের আল-কায়েদা হল একটা পথ, "ইসলামী গণতন্ত্র"-এর ভন্ডামী হল বিকল্প পথ। বুলেট অথবা ব্যালট। আল্লার ইচ্ছা-ই নাকি এরকম, লাগে তুক্, না লাগে তাক্।

বটে! আল্লাহ'র ইচ্ছা! আল্লাহ এসে আপনার কানে কানে কথাটা বলে গেছেন, তাই না? সেজন্যই আল্লাহ'র ইচ্ছায় শারিয়ার নিষ্ঠুর আইনগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী গণতন্ত্রের নামে রাজনীতির নোংরা খেলায় নামা ছাড়া আপনার উপায় নেই, তাই না?

যিনি "কুন্" বললেই সব হয়ে যায়, সেই আল্লাহ'র ইচ্ছা এখন রাজনীতির নোংরা পংকিলতায় "উপায় খুঁজিছে, খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন, রসাতলগামী! এ কি পাপ"?

****